নির্মল আনন্দ ও সম্প্রীতি

সাংগ্রাইং মারমাদের অন্যতম প্রধান উৎসব। পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটিতে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িরা। নানারকম ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং উৎসবের মধ্য দিয়ে পালিত হয় সাংগ্রাইং। তিন দিনব্যাপী উৎসবের প্রথম দিন বিভিন্ন রকমের ফুল তুলে বুদ্ধের বেদীতে দিয়ে প্রণাম করে। ফুল মারমাদের কাছে খুবই পবিত্র বস্তু। দ্বিতীয় দিনে ভোররাত থেকে শুরু হয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ধর্মীয় উৎসব চলে। তৃতীয় দিন গোলাপজল এবং চন্দন জল দিয়ে বুদ্ধকে গোসল করানো, বলি খেলাসহ নানা কর্মসূচি থাকে। এসব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মারমাদের জীবনের অন্যতম

অনুষ্ঠান 'জল উৎসব'। মারমা ভাষায় যাকে বলে 'রিলঙবোয়ে'। রিলঙবোয়ে মারমা তরুণ-তরুণীদের সামাজিক ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মারমা তরুণ-তরুণীরা সামাজিক ঐক্য, সম্প্রীতি এবং পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসাকে নিবিড় ও গভীর করে থাকে। চেনা-অচেনা তরুণ-তরুণীরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিচিতি থেকে প্রেম হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিয়ের মধ্য দিয়ে যা পরিণতি লাভ করে।

রিলঙবোয়ে উৎসবের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। একটি প্যান্ডেল টানানো হয়। প্যান্ডেলের ভেতরের অংশে মেয়েদের দল অবস্থান নেয়। প্যান্ডেলের বাঁইরে বাশের বেড়া ঘেঁষে ছেলেদের দল দাঁড়ায়। মেয়েদের অংশে একটি নৌকা ভর্তি পানি থাকে। ছেলেদের পানি থাকে ড্রাম বা বালতিতে। তারপর একে অপরের দিকে মগ বা বালতি করে পানি ছুঁড়তে থাকে। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ছেলে-মেয়েরা মেতে ওঠে আনন্দ উৎসবে। উপস্থিত দর্শকের যা সমান আনন্দ দেয়।

ছবি : ডেভিড বারিকদার